প্রথম আলো

06 FEB 2015

ক্লাস-পরীক্ষা অনিয়মিত পরিবহনে ভোগান্তি

বিশাল বাংলা ডেস্ক ●

বিএনপির নেতৃত্বাধীন ২০-দলীয় জোটের টানা অবরোধ ও মাঝেমধ্যে ডাকা হরতালে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস-পরীক্ষা অনিয়মিত হয়ে পড়েছে। এতে শিক্ষার্থীরা সেশনজটের আশঙ্কা করছেন। এ ছাড়া অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব বাস চলাচল করছে না। এতে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতিও কম।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়: প্রায় সব বিভাগে ক্লাস-পরীক্ষা মোটামুটি হচ্ছে। তবে উপস্থিতি বেশ কম। ঢাকা থেকে এসে যেসব শিক্ষক ক্লাস করছেন তাঁদের ক্লাস কম হচ্ছে। ইনস্টিটিউট অব বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের শিক্ষার্থী আরিফুর রহমান জানান, তাঁদের বিভাগের বেশির ভাগ শিক্ষার্থী ঢাকায় থাকায় তাঁরা ক্যাম্পাসে কম আসেন। তাই শিক্ষকেরা এলেও অনেক সময় ক্লাস হয় না। ঢাকা থেকে ক্লাস নিতে আসা এক শিক্ষক বলেন, 'অবরোধের মধ্যে আমরা ক্লাস নিতে আসি। তবে হরতালে সমস্যা হয়।'

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়: শীতকালীন ছুটি শেষে গত ১২ জানুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয় খুলেছে। গত সোমবার থেকে শুরু হয়েছে প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থীদের ক্লাস। পাশাপাশি অন্য বর্ষের শিক্ষার্থীদেরও নিয়মিত ক্লাস-পরীক্ষা নেওয়ার জন্য গত সোমবার বিভিন্ন অনুষদের ডিন, বিভাগীয় সভাপতি, ইনস্টিটিউটের পরিচালক ও হল প্রাধ্যক্ষদের সঙ্গে মতবিনিময় করেছেন উপাচার্য মুহম্মদ মিজানউদ্দিন। আইন অনুষদের ডিন বিশ্বজিৎ চন্দ জানান, অবরোধে রাজশাহীর স্কুলগুলোতে ক্লাস-পরীক্ষা হচ্ছে। অথচ বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস-পরীক্ষা হচ্ছে না। এরই মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদককে আটকের জেরে শনিবার থেকে অনির্দিষ্টকালের ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে ছাত্রদল।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়: ইংরেজি, আরবি, দর্শন, উদ্ভিদবিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগসহ বিভিন্ন বিভাগের পূর্বনির্ধারিত পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছে। অন্য বিভাগে ক্লাস-পরীক্ষা নিয়মিত হচ্ছে।

তবে উপাচার্য অধ্যাপক আনোয়ারুল আজিম বলেন, 'অবরোধে নিয়মিত ক্লাস-পরীক্ষা নিচ্ছি। হরতালে শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তার স্বার্থে কয়েকটি বিভাগের পরীক্ষা সাময়িক স্থগিত করা হলেও যেদিন হরতাল থাকছে না সেদিনই নিয়ে নেওয়া হচ্ছে। শিক্ষাজটের আশঙ্কা দেখছি না।'

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়: ২০১৪-১৫ শিক্ষাবর্ষের প্রথম বর্ষের ভর্তি কার্যক্রম বন্ধ রয়েছে। পরীক্ষার ফল প্রকাশের ৪৪ দিন পরও ভর্তির সাক্ষাৎকার শুরু করতে পারেনি কর্তৃপক্ষ। তবে বিভিন্ন বিভাগে ক্লাস ও পরীক্ষা হচ্ছে।

প্রথম বর্ষে ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শহরের রানীর দীঘিরপাড় এলাকার বাসিন্দা নুসরাত জাহান বলেন, 'ব্যবসায় অনুষদে ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে দেড় মাস ধরে বাসায় বসে আছি। অবরোধ ও হরতালের জন্য আমাদের সাক্ষাৎকারের জন্য ডাকা হচ্ছে না।' বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি দুলাল চন্দ্র নন্দী জানান, ভর্তি কার্যক্রম স্থগিত রয়েছে। তবে বিভিন্ন বর্ষের ক্লাস ও পরীক্ষা হচ্ছে। কিন্তু নিজস্ব বাস চলাচল করছে না।

বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়: বিশ্ববিদ্যালয়ের গাড়ি চলাচল করছে না। ফলে নারী শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি কমে গেছে। মৃত্তিকা ও পরিবেশবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী সায়মা মুজিব জানান, ঝুঁকি নিয়ে আসা-যাওয়া করতে হয়। উপাচার্য হারুনর রশীদ খান জানান, স্বাভাবিক কার্যক্রম চলছে বলা যাবে না।

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়: প্রায় এক মাস ধরে সব বিভাগের ক্লাস বন্ধ রয়েছে। স্থাপত্য ডিসিপ্লিনের শেষ বর্ষের শিক্ষার্থী মারুফ হায়দার জানান, অবরোধের শুরু থেকে এ পর্যন্ত ডিসিপ্লিনে একটি ক্লাসও হয়নি। ডিসিপ্লিনের সব শিক্ষার্থী রাজি থাকলে ক্লাস নেওয়া হবে বলে শিক্ষকেরা জানালেও স্থানীয় কিছু শিক্ষার্থী ও অভিভাবকের আপত্তিতে সেটি সম্ভব হয়নি। তবে এ অবস্থায় ক্লাস বন্ধ রাখাই যৌক্তিক বলে মনে করছেন উপাচার্য মোহাম্মদ ফায়েক উজ্জামান। তবুও সবগুলোতে না হলেও শিক্ষার্থীদের আগ্রহ ও অনুরোধে কোনো কোনো বিভাগের শিক্ষকেরা ক্লাস নিচ্ছেন। তিনি বলেন, 'বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে আমি সরাসরি শিক্ষকদের বলতে পারি না ক্লাস নিতে। কারণ, আমি তো গাড়ি বের করতে পারছি না। শিক্ষার্থীদের কেউ যদি হামলার শিকার হন তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপরই দায়িত্ব আসবে।'

শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়: গত বছরের ৫ জানুয়ারির নির্বাচনের আগে ও পরে রাজনৈতিক অস্থিরতায় প্রায় সব কটি বিভাগের শিক্ষার্থীরা আট মাসের সেশনজটে ছিলেন। চলতি বছরের ৫ জানুয়ারি থেকে আরও প্রায় এক মাস যোগ হয়েছে। এ অবস্থায় সেশনজট দীর্ঘায়িত হওয়া নিয়ে শঙ্কিত শিক্ষার্থীরা। গত ১৮ জানুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয় খুললেও প্রায় সব কটি বিভাগে ক্লাস-পরীক্ষা হচ্ছে না।

কম্পিউটারবিজ্ঞান ও প্রকৌশল বিভাগের চতুর্থ বর্ষ দ্বিতীয় সেমিস্টারের শিক্ষার্থী প্রিয়ম প্রীতিম পাল বলেন, 'শেষ সেমিস্টারে এসে ধ্বংসাত্মক রাজনীতির জন্য আটকে গেলাম।' উপাচার্য মো. আমিনুল হক ভূঁইয়া বলেন, 'এ পরিস্থিতিতে কাউকে জোর করে ক্লাস-পরীক্ষা নিতে বাধ্য করতে পারি না।'

রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়: গত ৫ জানুয়ারির পর থেকে মাত্র চার দিন ক্লাস-পরীক্ষা হলেও বাকি দিনগুলো বন্ধ থেকেছে ক্লাস-পরীক্ষা। রাজনৈতিক অস্থিরতায় একের পর এক পরীক্ষা পেছানো হচ্ছে। বর্তমানে বিভিন্ন বর্ষের শিক্ষার্থীরা প্রায় পাঁচ থেকে ছয় মাসের সেশনজটে রয়েছেন। দেশের রাজনৈতিক সংকটের অবসান না হলে এ অবস্থা আরও প্রকট হবে। ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিকস ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের শিক্ষার্থী ইমদাদ ভাহিদ জানান, শিক্ষার্থীরা তাঁদের জীবন থেকে পিছিয়ে পড়ছেন ক্লাস-পরীক্ষা না হওয়ায়।

চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়: ক্লাস ও পরীক্ষা চললেও বন্ধ রয়েছে নিজস্ব বাস সার্ভিস। ফলে ভোগান্তিতে পড়েছেন শিক্ষার্থীরা।

চতুর্থ বর্ষের শিক্ষার্থী নাহিন মাহমুদ জানান, বিশ্ববিদ্যালয়ের বাস চলাচল না করায় কয়েক গুণ বেশি ভাড়ায় যাতায়াত করতে হচ্ছে। উপাচার্য মো. জাহাঙ্গীর আলম বলেন, 'আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের সব কার্যক্রম চালু রেখেছি ও শিক্ষার্থীরা নিয়মিত ক্লাসে আসছে।'

খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়: সহিংস রাজনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যেও নিয়মিত ক্লাস-পরীক্ষা হচ্ছে। জানতে চাইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রকল্যাণবিষয়ক পরিচালক মো. উসমান গণি নাঈম জানান, ক্লাস করার বিষয়ে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ এবং অবরোধের মধ্যেও পরিবহন চালু রাখায় এটি সম্ভব হয়েছে।

হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়: বিশ্ববিদ্যালয়ে ঠিকমতো ক্লাস ও পরীক্ষা হচ্ছে। কৃষি অনুষদের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র মো. আসাদুজ্জামান জানান, ক্যাম্পাস থেকে ১০ কিলোমিটার দূরে কাহারোলের গড়েয়া গ্রামে তাঁর বাড়ি। হরতালে তিনি বাসে ক্যাম্পাসে যাতায়াত করছেন।

উপাচার্য মো. রুহুল আমিন জানান, ক্যাম্পাসে বাংলাদেশ ছাড়াও নেপাল, ভুটান, সোমালিয়াসহ বিদেশের অনেক শিক্ষার্থী পড়ালেখা করেন। সরকার বা বিরোধী বিভিন্ন মতাদর্শের ছাত্রসংগঠনও আছে। কিন্তু হরতাল-অবরোধের প্রভাব ক্যাম্পাসে নেই। প্রতিটি ক্লাস ও পরীক্ষা যথারীতি হচ্ছে।

(প্রতিবেদন তৈরিতে সহায়তা করেছেন গাজীউল হক, আসাদুল্লাহ সরকার, মাহবুব আলম, সাইফুর রহমান, মামুনুর রশীদ, মিসবাহ উদ্দিন, তাসনীম হাসান ও এস এম রাসেল রাব্বী)